মার্কিন গণিতবিদ-এর আত্মজীবনীমূলক বেস্টসেলার বই

Struggling To Surrender

-এর বঙ্গানুবাদ

আত্মসমর্পণের দ্বন্দ্ব

প্রফেসর ড. জেফ্‌রি ল্যাং

অনুবাদ

প্রফেসর ড. আবু খলদুন আল-মাহমুদ

Academia Publishers Ltd

Academia Publishers Ltd

আত্মসমর্পণের দ্বন্দ্ব

অনুবাদস্বত্ব © একাডেমিয়া পাবলিশার্স লিমিটেড-এপিএল
প্রকাশকাল: বৈশাখ ১৪২৬, মে ২০১৯
প্রকাশক: একাডেমিয়া পাবলিশার্স লিমিটেড-এপিএল
কনকর্ড এম্পোরিয়াম শপিং কমপ্লেক্স
২৫৩/২৫৪, এলিফ্যান্ট রোড, কাঁটাবন
ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ
প্রচ্ছদ: রবিউল হোসেন রবি
মুদ্রক: কিউ প্রিন্টার্স, ৮৪/৩ পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা ১০০০

মূল্য: ৫০০ টাকা

Struggling to Surrender
by Professor Jeffery Lang
Translated by Prof. Dr. Abu Kholdun Al-Mahmood
Published by Academia Publishers Limited-APL
Concord Emporium Shopping Complex
253/254, Elephant Road, Kataban
Dhaka-1205, Bangladesh
Cell: +88 01832 96 92 80 E-mail: aplbooks2017@gmail.com

Price: Taka 500 US $25 only

ISBN 978-984-93609-8-8

প্রকাশকের কথা

ড. জেফ্‌রি ল্যাং যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব কানসাস-এর গণিত বিভাগের একজন অধ্যাপক। জন্ম পরিচয়ে রোমান ক্যাথলিক, পরবর্তীতে নাস্তিক এবং বর্তমানে একজন নওমুসলিম। তাঁর সাড়া জাগানো আত্মজীবনীমূলক ইংরেজি গ্রন্থ 'Struggling To Surrender'-এর বাংলা অনুবাদ 'আত্মসমর্পণের দ্বন্দ্ব' গ্রন্থটি প্রকাশ করতে পেরে আমরা আনন্দিত, কারণ এপিএল থেকে কোনো আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ প্রকাশ এটাই প্রথম।

গ্রন্থটি লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বাহন হলেও এতে আমেরিকান সমাজ ও মুসলিম কম্যুনিটির চ্যালেঞ্জসমূহ বিশেষত পরিবার, নারী-পুরুষের অধিকার ও দায়িত্ব, কুরআনে মেয়েদের অবস্থান, নারীর ক্ষমতায়ন ইত্যাদি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ রয়েছে। এছাড়া বইটিতে লেখকের মুসলিম হওয়ার নেপথ্য কথা ও কুরআনী অনুপ্রেরণা, একটি অমুসলিম পরিবারে বা সমাজে ইসলাম গ্রহণের বাধাসমূহ এবং সংকট মোকাবেলার বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

গ্রন্থটিতে ইসলামের মূল স্তম্ভ 'শাহাদাহ (সাক্ষ্য)', 'মহাগ্রন্থ আল কুরআন,' 'আল্লাহর রসুল সা.,' 'আহলে কিতাব' এবং 'মুসলিম উম্মাহ' সম্পর্কে বিদ্যমান পশ্চিমা সমালোচনার পাশাপাশি মুসলিম-অমুসলিম উভয় মেরুর পন্ডিতদের চিন্তাধারার সমন্বিত যুক্তিনির্ভর জবাবও স্থান পেয়েছে।

এমন একটি বেস্টসেলার গ্রন্থ বাছাই ও এর অনুবাদের জন্য অগ্রজ প্রফেসর ড. আবু খলদুন আল-মাহমুদকে জানাই বিশেষ ধন্যবাদ। এছাড়া অনুবাদ কর্মের রিভিউ ও সম্পাদনার জন্য জনাব আব্দুল আউয়াল মিয়া ও বন্ধুবর গোলাম গাউস আল কাদরী'র প্রতি কৃতজ্ঞ।

আশা করি বইটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব (Comparative Religion) বিভাগসহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগে পাঠ্যবই হিসেবে ব্যবহৃত হবে। এছাড়া চিন্তাশীল ও ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গ এবং গবেষকদের জন্য বইটি রেফারেন্স হিসেবে কাজে লাগবে।

আমি বইটির গঠনমূলক সমালোচনা ও একইসঙ্গে এর বহুল প্রচার কামনা করছি।

ড. এম আব্দুল আজিজ
একাডেমিয়া পাবলিশার্স লিমিটেড-এপিএল

সূচি

বাংলা অনুবাদকের ভূমিকা (xi)
লেখকের ভূমিকা (xiii)

প্রথম অধ্যায় ০১-২৪

শাহাদাহ (সাক্ষ্য) ০১

দ্বিতীয় অধ্যায় ২৫-৮১

আল-কুরআন ২৫
- কুরআন সম্পর্কে আমার প্রাথমিক মূল্যায়ন যুক্তিভিত্তিক চ্যালেঞ্জ ২৯
- কুরআনের অনুপম বৈশিষ্ট্য ৩৩
- ওল্ড এবং নিউ টেস্টামেন্টের সাথে কুরআনের তুলনা ৩৫
- কুরআন ও বিজ্ঞান ৪২
- প্রধান বিবেচ্য বিষয় ৪৮
- কুরআনের ব্যবহৃত চিত্রকল্প ৪৯
- কুরআনে ব্যবহৃত নিদর্শন সম্পর্কে আরো কিছু কথা ৫০
- যুক্তিবাদের ভূমিকা: ইমান এবং যুক্তিবাদ ৫২
- কুরআনে ব্যবহৃত রূপক ৫৫
- জিন এবং শয়তান ৫৭
- ইহকাল এবং পরকাল ৫৯
- পৃথিবীতে মানব জীবনের উদ্দেশ্য ৬৩
- সরল পথ ৭২
- আরো কিছু গভীর পর্যবেক্ষণ ৭৭

সূচি

তৃতীয় অধ্যায় ৮২-১৩৯

আল্লাহর রসুল সা. ৮২
রসুল মুহাম্মদকে চেনা: কুরআন দিয়ে শুরু ৮৫
রসুল মুহাম্মদকে চেনা: মসজিদের শোনা অভিজ্ঞতা ৯১
হাদিস, সুন্নাহ এবং সিরাত ৯৩
বাইবেল ও হাদিস ৯৭
প্রত্যাশাসমূহ ১০১
হাদিসের পশ্চিমা সমালোচনা ১০৭
একটি জরুরি প্রসঙ্গ ১২৪
সত্যাসত্য নিয়ে একটি জিজ্ঞাসা ১৩৫
মুহাম্মদ সা. কে? ১৩৭

চতুর্থ অধ্যায় ১৪০-২২৯

মুসলিম উম্মাহ ১৪০
সমকালীন কিছু প্রশ্ন ১৫১
পরিবার ১৫৪
বর্তমান প্রেক্ষিত ১৬৩
ইসলামিক সেন্টারে এক বোনের তিক্ত অভিজ্ঞতা ১৬৭
কুরআনে মেয়েদের অবস্থান ১৭০
পুরুষ ও নারী ১৭৪
অধিকার ও দায়িত্ব ১৭৮
শুরু এবং শেষ ১৮৪
বেহেশতের পথে ১৯০
স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের ঊর্ধ্বে ১৯২

সূচি

নারীর স্বাক্ষ্য ১৯৪
নারী নেতৃত্ব ১৯৭
মুসলিম নারীর পোশাক ১৯৯
শিক্ষা ও পৃথকীকরণ ২০৪
নারীদের অভিযোগ ২০৯
আইন ও রাষ্ট্র ২১০
জিহাদ ২১১
বিশ্বাস ও ক্ষমতা ২১৮
স্বধর্ম ত্যাগ (মুরতাদ) ২২৪

পঞ্চম অধ্যায় ২৩০-২৬৫

আহল আল কিতাব ২৩০
অহি এবং ইতিহাস: একটি উল্লেখ করেছি ২৩০
আহল আল কিতাব ২৩৩
মুসলিম-খ্রিস্টান সংলাপ ২৩৯
ইসরাইল-ফিলিস্তিন সমস্যা ২৪৫
আত্মীয়তার বন্ধন ২৬০
কুরআনের ভাষায় ২৬৩
কিছু খণ্ডিত ভাবনা ২৬৩

পাদটীকা ২৬৬

বাংলা অনুবাদকের ভূমিকা

প্রখ্যাত আমেরিকান নওমুসলিম প্রফেসর ড. জেফ্‌রি ল্যাং-এর ইসলাম গ্রহণের কাহিনি Struggling to Surrender-এর তরজমা বাংলাভাষী পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরে আল্লাহতায়ালার শুকরিয়া আদায় করছি। কানসাস স্টেট ইউনিভার্সিটির গণিতের অধ্যাপক জেফরি ল্যাং-এর ইসলাম গ্রহণ এবং পরবর্তীতে একজন মুবাল্লিগ (ধর্ম প্রচারকের)-এর মহান দায়িত্ব পালনের নেপথ্য ঘটনাগুলো বাস্তব কাহিনির চাইতেও রোমাঞ্চকর। কৈশোরের শেষ দিকে তিনি প্রায় রাতেই স্বপ্ন দেখতেন যে তিনি একটি মসজিদে নামাজ পড়ছেন (যদিও তখনও মসজিদ এবং মুসলমানদের নামাজ সম্পর্কে তাঁর কোনো ধারণা ছিল না)। পরবর্তীতে জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়ে খ্রিস্ট ধর্মের গি ছেড়ে প্রথমে একজন নাস্তিকে পরিণত হন; ইতোমধ্যে তিনি গণিতে মৌলিক গবেষণায় পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা, উচ্চতর গবেষণাসহ বহু সম্মাননা অর্জন করেন; আল্লাহতায়ালার অপার দয়ায় অনেকটা আকস্মিকভাবেই তিনি একটি মুসলিম পরিবারের সাথে ঘনিষ্ঠ হন; তাদের কাছ থেকে উপহার হিসেবে একটি পবিত্র কুরআন শরিফ পেয়ে তা পড়তে শুরু করেন। হঠাৎ তাঁর মনে হলো যেন তিনি কুরআন পড়ছেন না, বরং কুরআনই তাঁকে পড়ছে; অর্থাৎ প্রতি রাতেই কুরআন পড়ে সেটির বিষয়ে তাঁর মনে যেসব প্রশ্নের উদয় হতো পরদিন কুরআন পড়তে গিয়ে তাঁর প্রশ্নের উত্তর কুরআনেই পেতেন; তাঁর মনে হতো এর লেখক (আল্লাহতায়ালা) যেন জানেন যে, সেটির বিষয়ে জেফরির মনে কী

সন্দেহ জাগতে পারে। সেজন্য আল্লাহতায়ালা যেন যথাস্থানে যথাসময়ে যথাযথ উত্তর লিপিবদ্ধ রেখেছেন। এভাবে কুরআনের পাঠ তাঁকে ইসলামে আত্মসমর্পণের দিকে এগিয়ে নিলো। কিন্তু এই আত্মসমর্পণের আগে এবং পরে তাঁর হৃদয়ে ও মননে যে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত; একদিকে ধর্মহীন পুঁজিবাদী সভ্যতার জৌলুস, অন্যদিকে নওমুসলিম হলে গায়ে 'সন্ত্রাসী' তকমা; পাশ্চাত্য মননে বদ্ধমূল ইসলাম সম্পর্কে বিভিন্ন নেতিবাচক ধারণা তাঁকে ইসলাম থেকে দূরে থাকতে প্ররোচিত করছিল। মনের এ দ্বন্দ্ব এবং সেই দ্বন্দ্বের যুক্তিভিত্তিক মোকাবেলা করে অবশেষে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর সেসব যুক্তিভিত্তিক আলোচনা ইসলাম সম্পর্কে সমকালীন তরুণ প্রজন্মের সকল নেতিবাচক প্রচারণার জবাব। কাজেই এ বইটির পাঠ এ দেশে ইসলামের সঠিক অনুধাবনে বিশাল ভূমিকা রাখবে। বইটি সম্পর্কে যেকোনো পরামর্শ আমাদের অনুপ্রাণিত করবে।

আশা করি বইটি পাঠকমহলে ব্যাপক সাড়া জাগাবে।

ড. আবু খলদুন আল-মাহমুদ
মে ২০১৯, ঢাকা

লেখকের ভূমিকা

আরবের যে কোনো গ্রাম্য রাস্তায় খোলা বাজারে আপনি যে মানুষগুলোর মুখোমুখি হবেন তাদের চেহারা সুরতে উত্তর ইউরোপীয় মানুষের সৌন্দর্যের সব বৈশিষ্ট্যই দেখতে পাবেন; তাদের গায়ের রং স্বচ্ছ, ধারালো চেহারা, মাথাভর্তি লম্বা চুল; কিন্তু একটি জায়গায় স্পষ্ট পার্থক্য চোখে পড়বে; আর তা হচ্ছে তাদের চোখ এবং চাহনি; ইউরোপীয় বাদামি চোখ যা আপনাকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করবে না; সেখানে প্রতিটি আরবের ঈগল চোখের চাহনি এড়িয়ে আপনি চলতে পারবেন না; প্রত্যেকেই আপনার দিকে দৃষ্টি দেবে যার মাঝে আছে আবেগের এবং আপন করে নেয়ার গুণ; যে দৃষ্টি আপনি সহজে ভুলতে পারবেন না।

'কেন আপনি মুসলিম হলেন?' দুজন আরব ব্যক্তি আমাকে এই প্রশ্ন করল। তাদের সরল মন কোন্ ধরনের উত্তর বুঝতে বা উপলব্ধি করতে পারবে? দুজনেই আমার দিকে এমন শান্ত নিরপেক্ষভাবে তাকিয়ে আছে যেন তারা অনন্তকাল ধরে একটি উত্তর বা ব্যাখ্যার জন্য অপেক্ষা করছে। হয়তোবা তারা আমার প্রশ্নের উত্তরের মাঝে নিজেকেই চেনার চেষ্টা করছে।

তবে আমি তাদের প্রশ্নকে একান্তভাবে আমার জন্য বেশি প্রযোজ্য মনে করেছি। মনে পড়ে যখন প্রথম আমি আমার

পিতাকে প্রশ্ন করেছিলাম, কেন তিনি একজন ক্যাথলিক খ্রিস্টান হলেন? সেই প্রশ্নের মাঝে কৌতূহলের চাইতেও আমার নিজের আত্মঅন্বেষণের চেষ্টাই যেন বেশি ছিল।

যখন আমি নওমুসলিম হলাম তখনও আমি হিসেব করে দেখিনি যে, কতগুলো সম্ভাবনা বা সমস্যার দরজা আমার জন্য উন্মুক্ত হচ্ছে। ধর্মান্তরের সিদ্ধান্ত নেয়াটা শুধু আমার নিজের জীবন বদলে দেয়ার জন্যই নয় বরং এটা আমার তিন কন্যা, তাদের সন্তান এবং তাদের উত্তরসূরিদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তাদের এই কথা জানার অধিকার আছে যে, কেন আমি মুসলিম হলাম? কারণ আমার এই সিদ্ধান্ত তাদের বাকি জীবন... সমস্ত পরিচয় ও জীবনধারাকে পাল্টে দিয়েছে।

রসুল সা. তাঁর কনিষ্ঠ কন্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, 'নিশ্চয়ই ফাতিমা আমার শরীরের অংশ এবং আমি তার শরীরের অংশ। তার সুখই আমার সুখ এবং তার কষ্ট আমার কষ্ট।' একজন পিতা তার কন্যাসন্তানদের সাথে সম্পর্কের মাধ্যমে মানুষ হিসেবে পূর্ণতা পান। তাদের নারীসুলভ প্রকৃতির মাধ্যমে সে তার লিঙ্গের সীমা অতিক্রম করে মেয়েদের সাথে এত আবেগ ঘনিষ্ঠ হতে পারে, যা আর কোনো সামাজিক সম্পর্কের মাধ্যমে সম্ভব নয়। তারা তার পরিপূরক হয় এবং তাকে ভারসাম্যপূর্ণ করে, কারণ তারা শুধু নারীই নয় বরং তার সন্তান। কাজেই যখন আমার কন্যাসন্তান আমাকে প্রশ্ন করল, 'আব্বু কেন তুমি মুসলমান হলে?' তখন এটি আমার কাছে ভিন্নমাত্রা নিয়ে এলো। মনে হলো এই প্রশ্ন আমার শরীরের অংশ থেকে তথা সত্তার মধ্য থেকে এসেছে। এটা যেন আমার পরিপূরকের কণ্ঠ, যা এখনও আমাকে জেরা করছে। যার উত্তর দিতে আমি বাধ্য।

আমি তাদের এই প্রশ্নের উত্তর সুন্দরভাবে দেয়ার চেষ্টা করলাম। এছাড়াও ভবিষ্যতে তাদের আরও প্রশ্নের দুয়ার খোলা রাখলাম। ভবিষ্যতে তাদের সব অনুসন্ধিৎসা পূরণের তাগিদ অনুভবের প্রেক্ষিতেই আমার এই বই লেখা।

আপনি যদি আপনার কন্যাসন্তানদের প্রতি সৎ এবং সত্যবাদী না হন তবে আপনি নিজের প্রতিও সৎ নন। এমন তাড়না থেকেই আমি সবচাইতে আন্তরিকতা, সরলতা ও সততার সাথে আমার

ইসলাম গ্রহণ এবং সংশ্লিষ্ট ঘটনাগুলো বর্ণনা করার চেষ্টা করেছি। আমার ইসলাম কবুলের নেপথ্যে সব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, সকল পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন বা সন্দেহ এবং তার উত্তর সবই এখানে উল্লেখ করেছি। কাজেই আমার এই সরল পুস্তক আমেরিকায় ইসলামের ওপর কোনো জ্ঞানগর্ভ বা কর্তৃত্বপূর্ণ দলিল নয়। আমার মেয়েরাও জানত যে, তাদের বাবা ইসলামের কোনো পন্ডিত ব্যক্তি নন বরং একজন সাধারণ নওমুসলিম মাত্র। কাজেই আমার লেখার আবেগের গভীরতা ও জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার বিষয়ে তারা সহজেই বুঝবে। আশা করি পাঠকরাও বইটিকে 'ইসলাম' জানার মাধ্যম হিসেবে মনে না করে একজন নওমুসলিমের ইসলাম কবুলের পেছনে প্রেরণা, অনুসন্ধিৎসা আর দ্বন্দ্ব বুঝতেই ব্যবহার করবেন। ইসলাম জানার এবং বোঝার জন্য জামাল বাদাবীর লেকচার সিরিজ (ইসলামি শিক্ষা সিরিজ নামে বাংলায় প্রকাশিত) পড়তেই আমি অনুরোধ করব।

অতএব আশা করি পাঠকরা অনুধাবন করবেন যে, এই বইটি ইসলাম সম্পর্কে একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, প্রতিক্রিয়া বা ডায়েরির মতো। অনেকের কাছেই এমন আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ সুখপাঠ্য বিবেচিত হয়। তবে আমার জীবনের সব অভিজ্ঞতা বা প্রশ্নের উত্তর এখানে দেয়া হয়নি বরং বিশেষভাবে আমেরিকান নওমুসলিমরা যেসব সমস্যা ও প্রশ্নের মুখোমুখি এবং যেসব প্রশ্ন নওমুসলিমদের ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয় সেসব জিজ্ঞাসার উত্তরই প্রাধান্য পেয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই আমি বিভিন্ন বন্ধু নওমুসলিমদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও মতামতকে উদ্ধৃত করেছি।

কিছু কিছু বিষয়ে (যেমন কুরআন ও বৈজ্ঞানিক নিদর্শন) আলোচনা আমার বন্ধু সহকর্মীদের সাথে মিথস্ক্রিয়ার ফসল আর কিছু বিষয় (যেমন আল্লাহতায়ালার দয়া ও সুবিচার) আমার নিজের অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিকতার অন্বেষণের বহিঃপ্রকাশ।

এই বইয়ের প্রথম দুই অধ্যায় হচ্ছে আমার মুসলমান হওয়ার নেপথ্য কথার আলোচনা। প্রথম অধ্যায়ে মুসলিম হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়ার বিষয়টি এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে এ বিষয়ে কুরআনী প্রেরণার কথা প্রাধান্য পেয়েছে। যদিও আমি এ দুটো বিষয়ে আমার সর্বোত্তম প্রকাশভঙ্গিতে আলাপ করার চেষ্টা করেছি তবুও বলব যে,

আমার আবেগ-অনুভূতির পুরোটুকু প্রকাশ করতে পারিনি। বইয়ের শেষের তিনটি অধ্যায় মূলত প্রথম দুটো অধ্যায়ের আলোচনার পরিশিষ্ট। সেখানে মুসলমান হওয়ার পর আমি যেসব সমস্যা ও সঙ্কট মোকাবেলা করেছি সেসব বিষয়ে তার আলোচনা করেছি।

অধিকাংশ আমেরিকান নওমুসলিম সাধারণত খ্রিস্টান অথবা ইহুদি ধর্ম থেকে আগত। এর মানে হচ্ছে তারা নবিদের মাধ্যমে প্রেরিত আল্লাহতায়ালার বিধান একটি সূত্র থেকে গ্রহণ করার বদলে ভিন্ন সূত্র থেকে গ্রহণ করছেন। এ বিষয়টি অনেকটা পূর্ববর্তী ধর্মবিশ্বাসের সাথে বিদ্রোহের শামিল। এই অনুভূতি থেকেই দেখা যায় অধিকাংশ আমেরিকান নওমুসলিম বিভিন্ন ইসলামি ঐতিহ্য বিশেষত রসুলের সা. হাদিস, মুসলিম মনীষা, ইতিহাস সম্পর্কে প্রায়ই সংশয়বাদী। এ বিষয়ে পশ্চিমা সমালোচনা তাদের মাঝে আরও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। এসব প্রসঙ্গ আমি বইয়ের তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করেছি।

আমেরিকার মুসলিম কম্যুনিটিগুলো বিভিন্ন দেশ ও জাতি থেকে ইমিগ্র্যান্ট করে আসা ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত। ফলে বিভিন্ন কম্যুনিটিতে সাংস্কৃতিক ও জীবনাচারে পার্থক্য আছে; সেসব সংস্কৃতির নেপথ্যে ধর্মীয় ভিত্তিও রয়েছে। আমেরিকার অভিবাসীদের অধিকাংশই এসেছেন ঐতিহ্যবাহী এবং রক্ষণশীল সমাজ থেকে। আমেরিকা আসার পর তাদের যে অভিজ্ঞতা হয় তা তাদের ভীত বা হতবিহ্বল করার জন্য যথেষ্ট। একইভাবে আমেরিকান নওমুসলিমরাও ইসলাম গ্রহণের পর নিজের আমেরিকান–খ্রিস্টান পরিবার বা সমাজ ত্যাগ করে অভিবাসী মুসলিম সমাজে এলেও একাকীত্ববোধ করেন। তারা মুসলিম সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মাঝেও সংখ্যালঘু হয়ে পড়েন। আমেরিকান নওমুসলিমদের এই বেদনার কথা তুলে ধরেছি বইয়ের চতুর্থ অধ্যায়ে। এখানে আমেরিকান সমাজ ও মুসলিম কম্যুনিটিগুলোর মাঝে নারীর ক্ষমতা ও ক্ষমতায়নসহ 'নারী' বিষয়ে বিভিন্ন ব্যতিক্রমগুলোও তুলে ধরা হয়েছে। সর্বশেষ (পঞ্চম) অধ্যায়টিতে আলোচিত হয়েছে একটি অমুসলিম পরিবারে বা সমাজে থাকা/বাস করার ক্ষেত্রে যেসব দুর্ভোগ পোহাতে হয় সেসব বিষয়ে।

আমি এই বই প্রকাশ করব কি না, এ নিয়ে অনেক দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগেছি। আমার এই দ্বিধা এজন্য নয় যে, আমি সত্য প্রকাশে ভয় পাচ্ছি অথবা এখানে কোনো বিতর্কের জন্ম দিচ্ছি; বরং এটি অত্যন্ত ব্যক্তিগত প্রকৃতির জন্য। সন্দেহ নেই যে, এখানে আমার অনেক পর্যবেক্ষণই একজন আমেরিকানের দৃষ্টিতে ইসলামের ব্যাখ্যা বলে মনে হতে পারে। আর এমন না হওয়ার কারণই বা কী আছে? আমি কোনোভাবেই আমার জীবনের প্রথম আটাশ বছরকে এবং সেই সময়ে অর্জিত অভিজ্ঞতা, যুক্তি প্রয়োগের এবং প্রশ্ন উত্থাপনের কৌশল থেকে বের হয়ে আসতে পারি না। যুক্তি পর্যালোচনার ক্ষেত্রে আমি সেই ধারা এবং কৌশলই প্রয়োগ করি, যা আমি একজন নাস্তিক থাকতে ব্যবহার করেছি। যে কোনো ধর্মকে আমি বিশ্লেষণ করি সেই ধর্মের পণ্ডিতদের ব্যাখ্যা এবং তার সমালোচকদের পর্যবেক্ষণ দুটোর মাঝে সমন্বয় করে। কারণ ধর্মীয় পণ্ডিতরা প্রায়ই স্বধর্মের বিপক্ষে স্পর্শকাতর প্রশ্নগুলো এড়িয়ে যান। অন্যদিকে যে কোনো ধর্মের সমালোচকরা সেই ধর্মের ইতিবাচক দিক না দেখেই তার অনুসারীদের বিভিন্ন কুসংস্কার নিয়ে আলাপ শুরু করেন। আমি সতর্ক এবং সচেতনভাবে দুপক্ষের মতামত নিয়ে তার বিশ্লেষণ করি। এভাবে 'ইসলাম' বিষয়ে আমার অর্জিত জ্ঞানও মুসলিম এবং অমুসলিম দুই ধরনের পণ্ডিতদের চিন্তাধারা দিয়ে প্রভাবিত।

আমার সহযোগী মুসলমান ভাইদের উৎসাহ এবং অনুপ্রেরণায় অবশেষে আমি এই বই প্রকাশে উদ্যোগী হই। আমাকে বিভিন্ন নওমুসলিম ভাই বারবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিলেন সেসব বিষয়ে যেগুলো নিয়ে আমেরিকান মুসলমানরা প্রশ্নের মুখোমুখি হন; যেসব প্রসঙ্গে খোলামেলা ও ধৈর্যের সাথে আলাপ প্রয়োজন; আমিও এ বিষয়ে উৎসাহী, কারণ আমাদের মুসলিম সমাজের ঐক্য আজ নানা ক্ষুদ্র ইস্যুতে বিভক্ত ও সঙ্কটাপন্ন। কাজেই এই বইটি যুক্তরাষ্ট্রে ইসলামের প্রসারে আমার ক্ষুদ্র অবদানকে উপস্থাপন করছে। প্রাচীন মুসলিম লেখকদের মতো আমিও বলছি যে, আমার এই কাজের মধ্যে যা কিছু ভালো তা আল্লাহতায়ালার দয়া ও মহিমাতেই সম্ভব হয়েছে আর যা কিছু ভালো হয়নি তার জন্য তাঁর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করছি।